[বাংলাদেশ গেজেটে পরবর্তী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

[ভ্যাট বিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং- ১৮/মূসক/২০১৯ তারিখঃ ০৮ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। ২৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ ঔষধ এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে মূসক নির্ণয় এবং পরিশোধ করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৭খ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সরকার কর্তৃক মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার অভিপ্রায়ে মূল্য সুনির্দিষ্ট করা হয় এমন পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের বিপরীতে মূসক নির্ণয় ও পরিশোধ করিবার নিমিত্ত নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:-

১। **পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে মূসক নির্ণয় ও পরিশোধ পদ্ধতি:**

(ক) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ের কর-উত্তর মূল্য ও ভোক্তা পর্যায়ের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য আমদানি করিয়া ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধন করা হইয়া থাকে। এইরূপে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য (ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন, পেট্রোল ও ফার্নেস অয়েল) ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি ইত্যাদি) নিকট সরবরাহ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর-উত্তর মূল্যের মধ্যে ১৫ (পনের) শতাংশ মূসক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে মর্মে গণ্য করিতে হইবে। কর-উত্তর মূল্য হইতে কর ভগ্নাংশের (১৫/১১৫) সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া উৎপাদন পর্যায়ে সরবরাহ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত সরবরাহ মূল্যের উপর ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক প্রদেয় ও পরিশোধযোগ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে যথানিয়মে উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে।

(খ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভোক্তা পর্যায়ে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। উক্ত নির্ধারিত খুচরা মূল্যের মধ্যে ২ (দুই) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে মর্মে বিবেচনা করিতে হইবে। বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি ইত্যাদি) কর্তৃক ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন, পেট্রোল ও ফার্নেস অয়েল) সরবরাহকালে উক্তরূপ ভোক্তা পর্যায়ে নির্ধারিত খুচরা মূল্য হইতে কর ভগ্নাংশের (২/১০২) সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া ব্যবসায়ী পর্যায়ের সরবরাহ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত সরবরাহ মূল্যের উপর ২ (দুই) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রদেয় ও পরিশোধযোগ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে কোনরূপ উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) যেই সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি ইত্যাদি) পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য (ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন, পেট্রোল ও ফার্নেস অয়েল) সরাসরি আমদানি করিয়া কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিশোধন ইত্যাদি না করিয়া সরবরাহ প্রদান করে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কর-উত্তর মূল্যের মধ্যে সরবরাহ পর্যায়ের ১৫ (পনের) শতাংশ মূসক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে মর্মে গণ্য করিতে হইবে। উক্তরূপ কর-উত্তর মূল্য হইতে কর ভগ্নাংশের (১৫/১১৫) সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া সরবরাহমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উক্ত সরবরাহ মূল্যের উপর ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক প্রদেয় ও পরিশোধযোগ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে, আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ১৫ (পনের) শতাংশ মূসক রেয়াতযোগ্য হইবে। একই সাথে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ী পর্যায়ের জন্য যেই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে সেই মূল্যের মধ্যে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২ (দুই) শতাংশ মূসক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। উক্তরূপ নির্ধারিত মূল্য হইতে কর ভগ্নাংশের (২/১০২) সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত সরবরাহ মূল্যের উপর ২ (দুই) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রদেয় ও পরিশোধযোগ্য হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে, আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রিম কর আমদানিকারক কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।

(ঘ) উল্লিখিত উভয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া কর পরিশোধ, যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ, দাখিলপত্র দাখিলসহ সকল কার্যাদি সম্পাদন করিতে হইবে।

২। ঔষধের ক্ষেত্রে মূসক নির্ণয় ও পরিশোধ পদ্ধতি:

(ক) মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার স্বার্থে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধের ভোক্তা পর্যায়ে মূসকসহ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (প্রতি একক) নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। ভোক্তা পর্যায়ে মূসকসহ নির্ধারিত প্রতি একক খুচরা মূল্যের মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য ১৫ (পনেরো) শতাংশ এবং আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য ২.৪ (দুই দশমিক চার) শতাংশ হারে মূসক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে মর্মে বিবেচনা করিতে হইবে। উল্লিখিত ভোক্তা পর্যায়ের খুচরা মূল্য (প্রতি একক) হইতে কর ভগ্নাংশের (২.৪/১০২.৪) সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া ব্যবসায়ী পর্যায়ের সরবরাহ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত সরবরাহ মূল্যের উপর ২.৪ (দুই দশমিক চার) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রদেয় ও পরিশোধযোগ্য হইবে।

(খ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক মূসকসহ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (প্রতি একক) হইতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২.৪ (দুই দশমিক চার) শতাংশ হারে নির্ণীত মূসক বিয়োগ করিয়া ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। উক্ত মূল্য হইতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ১৬ (ষোল) শতাংশ মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বিয়োজন করিয়া উৎপাদন পর্যায়ের পণ নিরূপণ করিতে হইবে যাহার মধ্যে ১৫ (পনের) শতাংশ মূসক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। উক্ত নির্ণীত পণ হইতে কর ভগ্নাংশের (১৫/১১৫) সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া উৎপাদন পর্যায়ে সরবরাহ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত সরবরাহ মূল্যের উপর ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক প্রদেয় হইবে।

(গ) উল্লিখিত উভয় পর্যায়ের মূসক ঔষধের উৎপাদন পর্যায়ে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া কর পরিশোধ, যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ, দাখিলপত্র দাখিলসহ সকল কার্যাদি সম্পাদন করিতে হইবে।

৩। এই আদেশ ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)

প্রাপকঃ উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

[তাঁকে উল্লিখিত আদেশ এর ৫০০ (পাঁচশত) গেজেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নথি নং- ৮(৮) মূসক নীতি ও বাজেট/২০০৮ (অংশ-১)/ 282 (৩৬) তারিখঃ ২৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কাকরাইল, ঢাকা।
২। প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল (কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট), জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩-৫। সদস্য (শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন)/ (মূসক নিরীক্ষা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৬-১৭। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।
১৮-২৩। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/আইসিডি,কমলাপুর/মংলা/বেনাপোল/পানগাঁও।
২৪-২৭। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
২৮। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ১২৭ বড়মগবাজার, ঢাকা।
২৯। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৩১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩২। সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ২১৪ বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা-১২০৮।
৩৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৪-৩৫। প্রথম সচিব (মূসক-বাস্তবায়ন)/(শুল্ক: নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৩৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

মোঃ তারেক হাসান
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)

মোঃ শফিকুর রহমান
সিস্টেমস ম্যানেজার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা